দর্শনায় বন্ধুত্ব নিয়ে পারিবারিক দ্বন্দ্ব, কিশোর রিয়াদকে কুপিয়ে হত্যা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ছয়ঘরিয়া এলাকায় বন্ধুত্বকে কেন্দ্র করে পারিবারিক দ্বন্দ্বের জেরে এক কিশোরকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করেছে হযরত আলী নামের এক ব্যক্তি। নিহত কিশোরের নাম রিয়াদ (১৩), সে স্থানীয় স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র এবং একই এলাকার জিয়ারুল ইসলাম জিয়ার ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া ব্যাকপাড়ার বাসিন্দা বায়তুল্লাহ’র ছেলে হযরত আলীর সঙ্গে একই পাড়ার জিয়ারুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। এই সম্পর্ক নিয়ে হযরতের পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চলছিল।

সোমবার (১২ মে) দুপুর আনুমানিক ২টার দিকে গরুর গোবর রাখা নিয়ে হযরতের সঙ্গে জিয়ারুলের স্ত্রী শিল্পার কথাকাটাকাটি হয়। এ ঘটনার পর জিয়ারুল বিষয়টি জানতে হযরতের বাড়িতে গেলে, সেখানেই হযরতের স্ত্রী সুমাইয়া ও মা ফাহিমা বেগম কুকিয়া তাকে মারধর করেন।

এর কিছুক্ষণ পর হযরত ও বিদ্যুৎ (আনোয়ার হোসেনের ছেলে) বাড়িতে ফিরে এসে ধারালো হাসুয়া নিয়ে জিয়ারুলকে খুঁজতে বের হয়। জিয়ারুলকে না পেয়ে বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তার ছেলে রিয়াদকে পেয়ে যায় তারা। তখনই হযরত রিয়াদের ঘাড়ে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কোপ দেন। ঘটনাস্থলেই মারা যায় রিয়াদ।

নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের পর গ্রামজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত গ্রামবাসী হযরতের বাড়িতে হামলা চালিয়ে একটি মোটরসাইকেল ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করে। খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, দামুড়হুদা-জীবননগর সার্কেলের এএসপি জাকিয়া সুলতানা, দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতমীরসহ সঙ্গীয় ফোর্স ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে হযরতের মা ফাহিমা বেগম কুকিয়া ও স্ত্রী সুমাইয়াকে আটক করেছে। তবে মূল অভিযুক্ত হযরত আলী ও বিদ্যুৎ এখনও পলাতক রয়েছে। তাদের গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান চালিয়ে

যাচ্ছে।

এ ঘটনায় নিহত রিয়াদের বাবা জিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন বলে জানা গেছে।

দর্শনায় বিপুল পরিমাণ চোলাই ও বিদেশি মদসহ গ্রেফতার ১

দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৬৭ লিটার চোলাই (বাংলা) মদ ও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ২৮ বোতল বিদেশি (ফরেন) লিকারসহ আকাশ (২৩) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আকাশ দর্শনার কেরু কোম্পানির দারোয়ান লাইনপাড়া এলাকার মৃত আব্দুল মোতালেবের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অংশ নেন দর্শনা থানার চৌকস কর্মকর্তা এসআই মাসুদুর রহমান ও সঙ্গীয় ফোর্স। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা আনোয়ারপুর কেরু কোম্পানির স্টাফ মেসের পেছনে দারোয়ান লাইনের সামনে অব্যবহৃত একটি বাথরুমে অভিযান চালান।

সেখানে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ কেরু অ্যান্ড কোম্পানির বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ২৮ বোতল বিদেশি মদ এবং ৬৭ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকে আকাশকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।

এ ঘটনায় আকাশসহ অজ্ঞাতনামা আরও ৭ জনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দর্শনা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দর্শনায় রুকন শিক্ষা শিবিরে আব্দুল হালিম

দর্শনায় দিনব্যাপী রুকন শিক্ষা শিবিরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম বলেছেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দুর্নীতিমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত কল্যাণমুখী রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়। তিনি গতকাল রুকন সন্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা আব্দুল হালিম আরও বলেন, তিনটি বিষয় নিয়ে আগামীতে এগুতে চায় জামায়াত। ফ্যাসিস্টদের বিচার, সংস্কার ও নির্বাচন। পলাতক শেখ হাসিনাসহ ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগের বিচার করতে হবে সবার আগে। এরপর সকল সেক্টরে সংস্কার করে একটি গ্রহনযোগ্য নির্বাচন দিতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আগামীতে ক্ষমতায় এসে দূর্নীতি ও বৈষম্যমুক্ত একটি কল্যানমুখী বাংলাদেশ গড়তে চায়। ইতিপুর্বে আমরা কী দেখেছি ? পুলিশ শুধু মামলা দেয়। আমরা বিগত ১৬ বছরে দেখলাম,পুলিশ বাসা থেকে ধরে নিয়ে এনে চোখ তুলে নেয়,হাত-পা কেটে ফেলে,গুম করে,আয়না ঘরে পাঠিয়ে নির্যাতন করে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আয়োজনে আজ শনিবার দর্শনা অডিটোরিয়ামে সকাল ৮টায় দিনব্যাপী রুকনদের শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। শুরুতেই উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থাপক মাওলানা আজিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যশোর- কুষ্টিয়া অঞ্চল পরিচালক মোবারক হোসাইন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন- ৭১ সালের বীর মুক্তিযোদ্ধা, ৫২ ও ৭১ শহীদের তালিকা লিপিবদ্ধ হয় নাই, ২৪ এর জুলাই বিপ্লবের তালিকা করা হয়েছে। ৯৭৩/৯৭৫ জনের তালিকা ১০ খন্ড লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় ২০ হাজার জন পঙ্গুর পাশে দাঁড়িয়েছে জামায়াত, বিগত দিনে বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে নমুনা সৃষ্টি করেছে সংগঠন। আগামীতে আমরা মানবিক বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই। এছাড়াও তিনি আনুগত্য,পরামর্শ ও মুহসাবা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় বলেন যে ব্যক্তি আনুগত্য করল সে আল্লাহর

আনুগত্য করল। যদি কোন হাবশী ব্যক্তিও নেতা নির্বাচিত হয় তাহলে তার আনুগত্য করতে হবে। যার ঈমান যত শক্তিশালী তার আনুগত্য তত মজবুত। আনুগত্যের পরাকাষ্ঠ দেখিয়েছেন হযরত আবু বকর (রা)। রাসূল সাঃ বলেছিলেন আবু বকর আমাদের হয়তো হিজরত করতে হতে পারে। সেই দিন থেকে আবু বকর দরজায় পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন কখনও বিছানায় পিঠ দিয়ে ঘুমাননি, এক দিন রাতে রাসুল (সাঃ) আবু বকর(রা) দরজায় গিয়ে ডাক দিলেন আবু বকর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো লাব্বাইক ইয়া রাসুল সাঃ, তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন একবারেই তুমি হাজির হলে কিভাবে? তিনি বললেন আপনি যে দিন থেকে বলেছেন হিজরত করা লাগতে পারে সেদিন থেকে আমি আর বিছানায় ঘুমায়নি, কি আশ্চর্য আনুগত্য ছিল তার। জামায়াতে ইসলামীর চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আমীর রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রুকন শিক্ষা শিবিরে জেলার ৬ শতাধিক পুরুষ রুকন অংশ নেন।

এতে আরো উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল, জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, জেলা কর্ম ও শুরা সদস্য বৃন্দ্ব, সকল উপজেলা আমীর ও সেক্রেটারীসহ সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ্ব। শিক্ষা শিবিরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও শিক্ষা শিবির পরিচালক মাওলানা আজিজুর রহমান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান।

এছাড়াও বেলা ৪টায় জেলা কর্মপরিষদ সদস্যের সাথে ও সাড়ে ৪টায় উক্ত অডিটোরিয়ামে জেলা তালিমুল কুরআন সকল বিভাগের দায়িত্বশীল নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম।

জামায়াতে ইসলামীর চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আমীর মোঃ রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রুকন শিক্ষা শিবিরে জেলার ৬ শতাধিক পুরুষ রুকন অংশ নেন। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা সহকারী সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল, জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, জেলা কর্ম ও শুরা সদস্য বৃন্দ্ব, সকল উপজেলা আমীর ও সেক্রেটারীসহ সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ্ব। শিক্ষা শিবিরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর ও শিক্ষা শিবির পরিচালক মাওলানা আজিজুর রহমান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান। বিকাল

সাড়ে ৪টায় উক্ত অডিটোরিয়ামে জেলা তালিমুল কুরআনের সকল বিভাগের দায়িত্বশীল নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম।

বিষয়ভিত্তিক দারসুল হাদিস পেশ করেন অঞ্চল টিম সদস্য সাবেক মাগুরা জেলা আমীর অধ্যাপক আলমগীর বিশ্বাস। চুয়াডাঙ্গা জেলা আমীর রুহুল আমিন তার বক্তব্যে যে অতীত প্রেরণা দেয় এ বিষয়ে রাজশাহী বিশ্বিবিদ্যালয়ের শহীদ সাব্বির ও শহীদ আজগরসহ শহীদদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে রুকনদের তাদের মত ত্যাগের মহিমা প্রদর্শনের আহবান জানান।

দর্শনায় মৌচাকের উদ্যোগে প্রতিবন্ধীদের ছাগল পালনের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার উদ্দ্যোগে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে ছাগল লালন পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্টিত হয়েছে।

এ প্রশিক্ষণে মৌচাক উন্নয়ন সংস্থার ম্যানেজার মগগুল হোসেনের সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপি। এ প্রশিক্ষণে প্রায় ২০-২৫ জন প্রতিবন্ধী ছাগল লালন পালনে অংশ নেয়।

দর্শনায় পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে গাঁজা ও ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ৩

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পৃথক তিনটি মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩ কেজি গাঁজা ও ইয়াবাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন আজমপুর গ্রামের আলম হোসেনের স্ত্রী রেহেনা বেগম (৩৮), যার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৩ কেজি গাঁজা; দক্ষিণ চাঁদপুর হল্ট স্টেশন পাড়ার লিয়াকত আলীর ছেলে ইস্রাফিল হোসেন (৪৫), যার কাছ থেকে পাওয়া যায় ৩০০ পিস ইয়াবা; এবং কেরুজ মিলপাড়ার আতর আলীর ছেলে আশরাফুল ইসলাম চঞ্চল (৩৮), যিনি ছিলেন ২৫ পিস ইয়াবাসহ।

গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মাসুদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে মাদকসহ গ্রেপ্তার করেন।

তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক মামলা রুজু করে আজ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে পাঠানো হয়েছে।

দর্শনায় বৈশাখী ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আকন্দবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বৈশাখী ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন এবং খেলোয়াড়দের মাঝে ফুটবল ও দাবার সেট বিতরণ অনুষ্ঠান।

বুধবার বিকেল ৫টায় কেরু অ্যান্ড কোম্পানির মাঠে আকন্দবাড়িয়া

বাউল পরিষদের আয়োজনে আট দলের অংশগ্রহণে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহীদ তিতুমীর।

টুর্নামেন্টের সভাপতিত্ব করেন সাবেক চেয়ারম্যান ও দর্শনা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আহম্মদ আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক আলহাজ্ব মশিউর রহমান, বিএনপি নেতা মোমিনুল ইসলাম, ফরমান আলী, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাবেক ফুটবলার সাইফুল ইসলাম হুকুম, আশরাফুজ্জামান বেল্টু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ওসি শহীদ তিতুমীর খেলোয়াড়দের মাঝে ফুটবল ও দাবার সেট বিতরণ করেন। অতিরিক্ত একটি ফুটবল উপহার দেন সাইফুল ইসলাম হুকুম।

বক্তারা বলেন, মাদকমুক্ত দর্শনা গড়া এবং যুবসমাজকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারা বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মোবাইল আসক্তি থেকে দূরে রাখতে এবং অবসর সময়ে দাবার মতো মানসিক খেলার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাউল পরিষদের আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ধীরু।

পারভেজ হত্যার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে দর্শনায় ছাত্রদলের মানববন্ধন

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শাখা ছাত্রদলের ১২৩ ব্যাচের টেক্সটাইল বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থী জাহিদুল ইসলাম পারভেজকে নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা সরকারী কলেজ শহীদ মিনার চত্তরে মোফাজ্জল হোসেন মোফা’র সভাপতিত্বে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব পলাশ

আহমেদ, যুগ্ন আহ্বায়ক সাফায়েত জামিল পাপ্পু, আসিফ হাসান, রাজু আহমেদ, রাকিবুল হাসান রিফাত, আমিন হাসান, মুশফিকুর রহমান, সাইফ, আব্দুল হাই, নাফিস ইকবাল, নিশান, এছাড়া জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি মোরশেদুর রহমান লিংকন, যুগ্ন সম্পাদক আলতাফ হোসেন, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল মুকিত ও হাসিবুল হাসান শান্ত এবং দর্শনা থানা ছাত্রদলের যুগ্ন আহ্বায়ক সামাউল হাসান, সাহেদ ইসলাম সুজন ও দর্শনা ডি এস মাদ্রাসা ছাত্রদলের সভাপতি শাহাব আহম্মেদ প্রমুখ।

এ সময় বক্তরা ছাত্রলীগ ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের হত্যার দায়ী করেন। এবং পারভেজ হত্যা কারি ও সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতের দাবি করেন। বক্তরা আরও বলেন পারভেজ কলেজ চত্তরের পাশে বসে ছিল, পাশ থেকে দুইটা মেয়েকে দেখে হাসে। পরে সে মেয়েটি তার বয় ফ্রেন্ডকে খবর দিলে তারা ৭-৮ জন এসে বুকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে নৃশংস ভাবে খুন করে। এমন জঘন্যতম খুনের ঘটনায় তাদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি করেন এ মানববন্ধনে।

দর্শনা ইমিগ্রেশন পুলিশের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর চেকপোস্টে ইমিগ্রেশন বিভাগে কর্মরত পুলিশ কনস্টবল শামীম ইসলাম সাজু (৩২) সিলিং ফ্যানের লাল দড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

আজ শুক্রবার সকাল ৮ টার দিকে সহকর্মীরা চেকেপোষ্টের নতুন ভবনের দ্বীতীয় তলার শয়নকক্ষের জানালা দিয়ে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান ।

নিহত শামীম কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের হাশেম আলীর ছেলে। তার কনস্টবল নং ৫৩২।

সহকর্মীরা জানান, শামীম হোসেন যোগদানের পর থেকেই গত ৬ মাস ধরে নতুন ইমিগ্রেশন ভবনের ২য় তলার একটি কক্ষে বাস করে আসছিলেন। আজ

শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টায় কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় এ এস আই তারেক তাকে নাস্তা করার জন্য খোঁজ নিতে গেলে শামীম ইসলাম সাজুর ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এবং নিহত কনস্টেবল শামীম ইসলাম সাজুর ধুলন্ত লাশ বেলা ১১টায় তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা মর্গে পাঠিয়েছে।

এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা সাংবাদিকদের জানায় কি কারণে আত্মহত্যা করেছে এখনো জানা যায়নি, তবে পরিবারের লোকজন বলতে পারবে।

দর্শনায় পূর্নাঙ্গ স্থলবন্দর বাস্তবায়নে এডিবি’র প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পুর্নাঙ্গ স্থলবন্দর বাস্তবায়নে দর্শনা স্থল শুল্ক স্টেশন ও জয়নগর আইসিপি এলাকা পরিদর্শন করেছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)’র উচ্চ পর্যায়ের টিম।

আজ রবিবার দুপুরে দর্শনা কাস্টমস শুল্ক স্টেশন ও বন্দর এলাকা পরিদর্শন করে ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন, প্রধান আঞ্চলিক সহযোগিতা বিশেষজ্ঞ এবং মিশন নেতা, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও ইন্টিগ্রেশন ইউনিট, দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ মাসাতো নাকানে, সিনিয়র প্রকল্প কর্মকর্তা (পরিবহন), পরিবহন সেক্টর অফিস হুমায়ন কবির, প্রকল্প প্রস্তুতি বিশেষজ্ঞ (আন্তর্জাতিক), ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা এডিবি কাজী মোহাম্মদ আশরাফুল মুনিম, ডেপুটি কমিশনার, এনবিআর এবং ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা, এডিবি, মোঃ মেরাজুল আলম সম্রাট এবং দর্শনা শুল্ক স্টেশনের এসিস্ট্যান্ট কমিশনার আব্দুস সাত্তারসহ রেভিনিউ ও

সহকারী রেভিনিউ কর্মকর্তাগন, বিজিবির দর্শনা আইসিপি কমান্ডার জাকির হোসেন, ইমিগ্রেশন অফিসার রমজান আলী।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, ভারতের গেদে ল্যান্ড পোর্ট সোসাইটির মুখ্য পরামর্শদাতা সুব্রত সাহা, দর্শনা স্থলবন্দর বাস্তবায়ন কমিটির মুখ্য সমন্বয়ক সাংবাদিক রেজাউল করিম লিটন, আশরাফুল হক উলুম, হাজী নজরুল ইসলাম, পলাশ আহমেদ প্রমুখ।

দর্শনা পুর্নাঙ্গ স্থলবন্দর বাস্তবায়ন প্রজেক্টের পরিকল্পনা সম্পর্কে সুযোগ-সুবিধা ও ভবিষ্যৎ দ্রুততার সাথে কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে তাগিদ দেন প্রতিনিধি দলটি।

দর্শনা স্থলবন্দর প্রজেক্টের কার্যক্রম সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)’র অর্থায়নে সাউথ এশিয়ান সাবরিজিওনাল ইকোনমিক্যাল কো অপারেশন (সাসেক) প্রোগ্রামের অধীনে দর্শনায় নির্মিত হতে যাচ্ছে আধুনিক ল্যান্ড পোর্ট ও এনবিআর’র কাস্টমস হাউজ ও ট্রেনিং সেন্টার।

দর্শনায় নির্মমভাবে মেছো বিড়াল হত্যা, একজন গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামে নির্মমভাবে মেছো বিড়াল হত্যার ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তবে বাকি দুইজন এখনো পলাতক রয়েছে।

তিন যুবক মিলে ট্যাটা (ফালা) দিয়ে আঘাত করে বন্যপ্রাণীটি হত্যা করে, যা মোবাইলে ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হলে এ নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি জানাজানি হলে প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার বিকাল আনুমানিক সাড়ে ৫টার সময় কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামে মানিকদোয়া রাস্তার

পাশে মোঃ আলমগীর হোসেন (৩০) (পিতা: শহিদুল ইসলাম), মিন্টু (পিতা: হারুন কাল্টা) এবং মোঃ সাইফুল ইসলাম (পিতা: ইমান আলী) মিলে একটি মেছো বিড়ালকে নির্মমভাবে হত্যা করে।
তারা ট্যাটা (ফালা) দিয়ে আঘাত করে বন্যপ্রাণীটিকে হত্যা করে এবং সেই দৃশ্য মোবাইল ফোনে ধারণ করে।

পরবর্তীতে ভিডিওটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা এই নির্মম ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন এবং প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। তারা আশা করছেন, দোষীদের যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ যেন আর না ঘটে, সে জন্য প্রশাসন আরও কঠোর পদক্ষেপ নেবে।

ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর ০৪নং কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের ০৪নং ওয়ার্ডের সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ্ মোঃ ফরহাদ হোসেন ঘটনাটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা বন কর্মকর্তাকে অবহিত করেন।

এরপর শনিবার (২২ মার্চ) সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি), উপজেলা বন কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনগণের উপস্থিতিতে ঘটনাস্থলের পাশে মেছো বিড়ালটি দাফন করা হয়।

একই সময়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত মোঃ আলমগীর হোসেন (৩০) কে গ্রেপ্তার করে। তবে বাকি দুই আসামি মিন্টু ও সাইফুল ইসলাম এখনো পলাতক রয়েছে।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তিথি মিত্র বলেন, “বন্যপ্রাণী হত্যা একটি গুরুতর অপরাধ। এই ধরনের নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

উপজেলা বন কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বলেন, “বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যারা এখনো পলাতক রয়েছে, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।”

উল্লেখ্য, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন, ২০১২ অনুযায়ী, কোনো বন্যপ্রাণী হত্যা বা ক্ষতি করলে সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড বা এক লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

পুলিশ ইতোমধ্যে একটি মামলা দায়ের করেছে এবং পলাতক দুই আসামিকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালাচ্ছে। এদিকে, পরিবেশবাদী ও প্রাণীপ্রেমীরা দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।